শেকড় জানো
দেশটা চেনো

চট্টগ্রামের পলাতকা বাংলার প্রথম বিপ্লবী নারী শহীদ অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা

লেখক: মাইশা সিদ্দিকা এশা

GROW your READER
Foundation

চট্টগ্রামের পলাতকা বাংলার প্রথম বিপ্লবী নারী শহীদ অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা

বাংলার প্রথম বিপ্লবী নারী শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। নারীও যে মুক্তির সংগ্রামে অংশ নিয়ে অধিকার আদায়ের লড়াই ও সংগ্রামে পুরুষের সমান যেতে পারে তা প্রমাণ করে গেছেন এই ক্ষণজন্মা বীরকন্যা। বাঙালি নারী চিরকাল কেবল অবলা নয়। যে বাঙালি নারী আজীবন গৃহের কোণে থাকে কেবলই সাংসারিক কাজকর্মে, সেই নারীকে তিনি চিনিয়েছেন দেশের জন্য, বিপ্লবের জন্য একটি জীবনকে কতোখানি মহিমান্বিত করা যায়। কী করে গর্জে ওঠা যায় শোষকের বিরুদ্ধে। তাই তো তিনি অগ্নিকন্যা।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের কিংবদন্তী বিপ্লবী ১৯১১ সালের ৫ই মে চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ধলঘাট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মিউনিসিপ্যাল অফিসের হেড কেরানী জগদ্বন্ধু ওয়াদ্দেদার এবং মাতা প্রতিভাদেবী। পরিবারের আদি পদবি ছিল দাশগুপ্ত, যা পরবর্তীকালে ওয়াদ্দেদার হয়ে যায়। তার ডাকনাম রাণী, তার ছদ্মনাম ফুলতারা। প্রীতিলতার প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল ডা. খাস্তগীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। তিনি এতটাই মেধাবী ছিলেন যে, তার মেধার প্রমাণ পেয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে শুরুতেই তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করে নিয়েছিলেন। ভীষণ মেধাবী কিন্তু অন্তর্মুখী, লাজুক এবং মুখচোরা স্বভাবের প্রীতিলতা ছেলেবেলায় ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা ইত্যাদি কাজে মা-কে সাহায্য করতেন। তবে সবে শৈশব পেরিয়ে যখন কৈশোরে পা রাখলেন তখন প্রীতিলতার মনে তার প্রিয় ইতিহাসের শিক্ষক ঊষাদি'র দেওয়া "ঝাঁসীর রাণী" বইটি পড়ার সময় ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের

জীবনী গভীর রেখাপাত করে। মূলত প্রীতিলতার বিপ্লবী চেতনার বিকাশ ঘটে কিশোরী বয়সেই। ডা. খাস্তগীর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ার সময় ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় এক বছরের জুনিয়র ছাত্রী কল্পনা দত্তের সাথে, যিনি পরবর্তীতে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের অগ্নিকন্যা উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। কল্পনা দত্ত তাদের স্বপ্নের কথা পরবর্তী কালে লিখেছিলেন *"কোন কোন সময় আমরা স্বপ্ন দেখতাম বড় বিজ্ঞানী হব। সেই সময়ে ঝাঁসীর রানী আমাদের চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে। নিজেদেরকে আমরা অকুতোভয় বিপ্লবী হিসাবে দেখা শুরু করলাম।"*

কল্পনা দত্ত

১৯২৪ সালে বেঙ্গল অর্ডিনান্স নামে এক জরুরি আইনে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বিপ্লবীদের বিনা বিচারে আটক করা শুরু হয়। তখন বিপ্লবী সংগঠনের ছাত্র আর যুবকদের অস্ত্রশস্ত্র, সাইকেল ও বইপত্র গোপনে রাখার ব্যবস্থা করতে হতো। সরকার বিপ্লবীদের প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে। প্রীতিলতার নিকট-আত্মীয় পূর্ণেন্দু দস্তিদার তখন বিপ্লবী দলের কর্মী। তিনি বাজেয়াপ্ত কিছু গোপন বই প্রীতিলতার কাছে রাখেন। তখন তিনি দশম শ্রেণির ছাত্রী। লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি পড়েন *"দেশের কথা"*, *"বাঘা যতীন"*, *"ক্ষুদিরাম"* আর *"কানাইলাল"*। এই সব বই প্রীতিলতাকে বিপ্লবের আদর্শে আরো বেশী অনুপ্রাণিত করে। উল্লেখ্য, এই পূর্ণেন্দু দস্তিদারই পরে প্রীতিলতা ও ছোট ভাই অর্ধেন্দু দস্তিদার স্মরনে চট্টগ্রামের পটিয়ায় শহীদ মিনার নির্মাণ করেন।

প্রীতিলতা ১৯২৮ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন পরে তিনি ঢাকার ইডেন কলেজে ভর্তি হন। ঢাকায় পড়াশুনার সময় প্রীতিলতা লীলা রায়ের নেতৃত্বাধীন শ্রীসংঘের "দীপালী সঙ্ঘ" মহিলা শাখায় যোগদান করেন। এখানে তিনি লাঠিখেলা এবং ছোরাখেলা সহ বিভিন্ন বিপ্লবী কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ নেন। ১৯৩০ সালে আই.এ পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম হন এবং সবার মধ্যে পঞ্চম স্থান লাভ করে। দর্শন নিয়ে বিএ পড়তে ভর্তি হন কলকাতার বেথুন কলেজে। দারুণ বাঁশি বাজাতেন প্রীতিলতা। বানারসী ঘোষ স্ট্রীটের হোস্টেলের ছাদে বসে প্রীতিলতার বাঁশি বাজানো উপভোগ করতো কলেজের মেয়েরা। ১৯৩২ সালে ডিসটিংশান নিয়ে তিনি বিএ পাস করলেও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকায় তার পরীক্ষার ফল স্থগিত রাখা হয়। পরবর্তীতে ২২ মার্চ, ২০১২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে তাকে মরণোত্তর স্নাতক ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

তার বি.এতে অন্যতম বিষয় ছিল দর্শণ। তিনি বিপ্লবী সংগঠনে যুক্ত হওয়ার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকেন, তবে সে সময়ে মহিলাদের বিপ্লবী দলে অন্তর্ভুক্ত করা হতো না। কিন্তু তিনি দমে যাননি, বরং তাঁর প্রবল ইচ্ছার কারণে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ শুরু করেন। কলকাতায় অবস্থানকালে প্রীতিলতা মৃত্যু প্রতীক্ষারত বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সাথে আলিপুর জেলে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁর ছদ্মনাম "অমিতা দাস" ব্যবহার করে প্রায় ৪০ বার রামকৃষ্ণের সাথে দেখা করেন। রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার পর তাঁর বিপ্লবী কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আরও তীব্র হয়।

১৯৩২ সালে বি এ পরীক্ষার পর প্রীতিলতা বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্য সেনের সাথে দেখা করার প্রত্যয় নিয়ে বাড়ী ফিরে আসে। তার আগ্রহের কথা প্রীতিলতা কল্পনা দত্তকে বললেন। প্রীতিলতা কলকাতা থেকে আসার এক বছর আগে থেকেই কল্পনা দত্ত বেথুন কলেজ থেকে বদলি হয়ে চট্টগ্রাম কলেজে বি এস সি ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন। সে সুবাদে প্রীতিলতার আগেই কল্পনা দত্তের সাথে মাস্টার দা সূর্য সেনের দেখা হয়েছিল। প্রীতিলতার প্রবল

আগ্রহের কারণেই কল্পনা দত্ত একদিন রাতে গ্রামের এক ছোট্ট ঘরে তার সাথে নির্মল সেনের পরিচয় করিয়ে দেন। ১৯৩২ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে ওই সাক্ষাতে নির্মল সেন প্রীতিলতাকে পরিবারের প্রতি কেমন টান আছে তা জানতে চাইলেন। জবাবে তিনি বলেন *"টান আছে। কিন্তু পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ তো দেশের প্রতি দায়িত্ববোধের কাছে বলি দিতে পারবো।"*

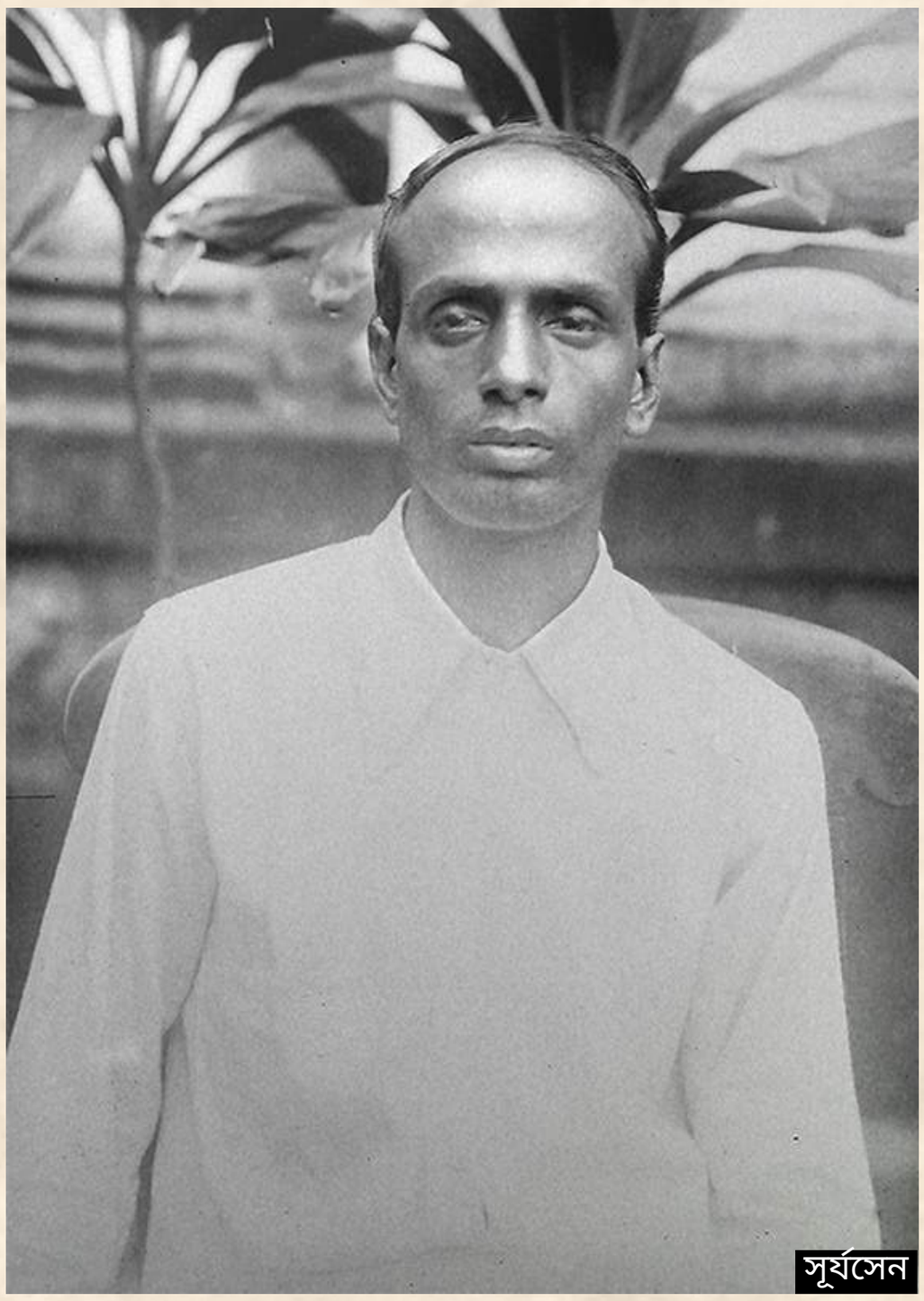
সূর্যসেন

মাস্টার দা এবং প্রীতিলতার প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনাতে মাস্টার দা সূর্যসেন লিখেছিলেন, *"তার চোখেমুখে একটা আনন্দের আভাস দেখলাম। এতদূর পথ হেঁটে এসেছে, তার জন্য তার চেহারায় ক্লান্তির কোন চিহ্নই লক্ষ্য করলাম না। যে আনন্দের আভা তার চোখে মুখে দেখলাম, তার মধ্যে আতিশয্য নেই, Fickleness নেই, Sincerity শ্রদ্ধার ভাব তার মধ্যে ফুটে উঠেছে। একজন উচ্চশিক্ষিত cultured lady একটি পর্ণকুটিরের মধ্যে আমার সামনে এসে আমাকে প্রণাম করে উঠে বিনীতভাবে আমার দিকে দাঁড়িয়ে রইল, মাথায় হাত দিয়ে নীরবে তাকে আশীর্ব্বাদ করলাম..."*[1]

এই সাক্ষাতে প্রীতিলতা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি নির্মল সেনের তত্ত্বাবধানে অস্ত্রশস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নেন। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের পর প্রীতিলতা ধলঘাটে অবস্থানকালে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হন। আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৩২ সালের ৫ই জুলাই তাকে বাড়ি ছেড়ে আত্মগোপনে যেতে হয়। প্রীতিলতার আত্মগোপনের খবর ১৩ জুলাই ১৯৩২ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। *"চট্টগ্রামের পলাতকা"* শিরোনামের এই সংবাদে লেখা হয় *"চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার ধলঘাটের শ্রীমতী প্রীতি ওয়াদ্দাদার গত ৫ই জুলাই, মঙ্গলবার চট্টগ্রাম শহর হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ১৯ বৎসর। পুলিশ তাঁহার সন্ধানের জন্য ব্যস্ত।"*

অতঃপর ১৯৩২ সালের ১০ই আগস্ট পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের ২য় চেষ্টাও ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল গুড ফ্রাইডের ১ম চেষ্টার মতো ব্যর্থ হয় এবং দলনেতা শৈলেশ্বর চক্রবর্তী পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। মূলত এই ক্লাবটি ব্রিটিশদের প্রমোদকেন্দ্রের জন্য নির্দিষ্ট ছিল যেখানে লেখা ছিল, *"ডগ অ্যান্ড ইন্ডিয়ান প্রহিবিটেড"*। এরপর মাস্টারদা সূর্যসেন সিদ্ধান্ত নেন নারী বিপ্লবীদের দিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করবেন। কিন্তু সাত দিন আগেই পুলিশের হাতে পুরুষবেশী কল্পনা দত্ত ধরা পরে গেলে আক্রমণে নেতৃত্বের ভার পড়ে একমাত্র নারী বিপ্লবী প্রীতিলতার ওপর। সর্বশেষ, ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২ প্রীতিলতা ও অন্যান্য বিপ্লবীরা পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করে। এই ক্লাব আক্রমণের জন্য প্রীতিলতা মালকোঁচা দেওয়া ধুতি আর পাঞ্জাবি, চুল ঢাকা দেবার জন্য মাথায় সাদা পাগড়ি, পায়ে রবার সোলের জুতা ও তাঁর দল বিশেষ পোশাক পরে এবং অস্ত্রসহ আক্রমণ করে। প্রীতিলতার হুইসেলের নির্দেশে আক্রমণ শুরু হলে ক্লাবের ভিতরে তীব্র গোলাগুলি ও বোমাবাজি হয়। প্রীতিলতা গুলিবিদ্ধ হন কিন্তু আক্রমণ শেষ করেই দলের সাথে কিছুদূর এগিয়ে গেলেও তাঁরা সবাই পুলিশের দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়েন। তাঁরা আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ে।

আহত অবস্থায় প্রীতিলতার ধরা পড়ার আশংকা দেখা দেয়। তাই পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিপ্লব ও মুক্তির অগ্নিকন্যা পটাসিয়াম সায়ানাইড মুখে পুরে দেন। সহযোদ্ধা কালীকিংকর দে'র কাছে তিনি তার রিভলভারটা দিয়ে আরো পটাশিয়াম সায়ানাইড চাইলে, কালীকিংকর তা প্রীতিলতার মুখের মধ্যে ঢেলে দেন। পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়া প্রীতিলতাকে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানিয়ে সবাই স্থান ত্যাগ করে। পরদিন পুলিশ ক্লাব থেকে ১০০ গজ দূরে মরদেহ দেখে পরবর্তীতে প্রীতিলতাকে সনাক্ত করে। তার মরদেহ তল্লাশির পর বিপ্লবী লিফলেট, অপারেশনের পরিকল্পনা, রিভলভারের গুলি, রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ছবি এবং একটা হুইসেল পাওয়া যায়। পুলিশি প্রতিবেদনে আরো জানা যায়, আক্রমণে একজন নারী নিহত ও চারজন পুরুষসহ সাতজন আহত হয়।

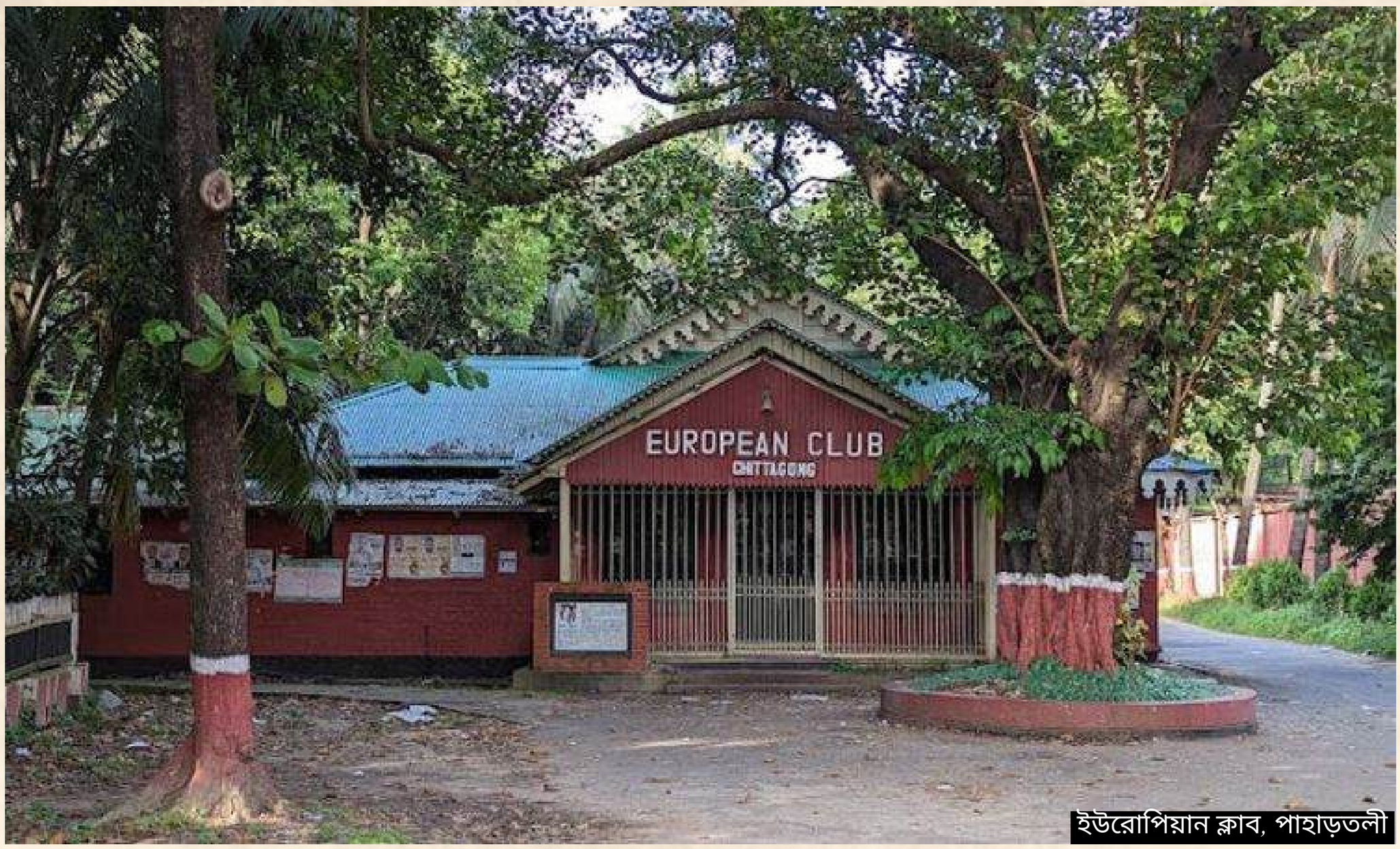

ইউরোপিয়ান ক্লাব, পাহাড়তলী

প্রীতিলতার মৃত্যুর পর তার পরিবারের অবস্থা নিয়ে কল্পনা দত্ত লিখেছেন, *"প্রীতির বাবা শোকে দুঃখে পাগলের মতো হয়ে গেলেন, কিন্তু প্রীতির মা গর্ব করে বলতেন, "আমার মেয়ে দেশের কাজে প্রাণ দিয়েছে"। তাঁদের দুঃখের পরিসীমা ছিল না, তবু তিনি সে দুঃখকে দুঃখ মনে করেননি। ধাত্রীর কাজ নিয়ে তিনি সংসার চালিয়ে নিয়েছেন, আজো তাঁদের সেভাবে চলছে।*

প্রীতির বাবা প্রীতির দুঃখ ভুলতে পারেননি। আমাকে দেখলেই তাঁর প্রীতির কথা মনে পড়ে যায়, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন"[1]

আজো যখন বাঙালি নারীর অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেয়া হয়, দেশপ্রেম, আদর্শ আর বিপ্লবের কথা লেখা হয় সবার আগে আসে প্রীতিলতার নাম। প্রীতিলতা এক ধূমকেতুর নাম। মাত্র ২১ বছরের প্রীতিলতার দেশপ্রেম, আদর্শ, স্বাধীনতার জন্য অসীম ত্যাগ মানুষ স্মরণ করবে সব সময়।

রেফারেন্স :

বই - বীরকন্যা প্রীতিলতা (লেখক : পূর্ণেন্দু দস্তিদার)

বই - প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (লেখক : মালেকা বেগম)

The Daily Star Bangla - বিপ্লব ও মুক্তির অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

ভোরের কাগজ - প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার : স্বাধীনতা সংগ্রাম ও চেতনা সৃষ্টির এক উজ্জ্বল অধ্যায়

https://amarbarta24.com/opinion/23333

https://youtu.be/boePvuldMGg?si=pzJBFhWSpP-Dcxm9

https://bangla.thedailystar.net/node/221841

https://ekattor.tv/amp/national/

https://youtu.be/boePvuldMGg?si=pzJBFhWSpP-Dcxm9

https://www.bhorerkagoj.com/print-edition/2022/05/06

ছবি:

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার - ObserverBD

কল্পনা দত্ত - Get Bengal

সূর্যসেন - The Daily Star

ইউরোপিয়ান ক্লাব, পাহাড়তলী - Old Photo Archives Bangladesh